শতকোটি টাকার সম্পদ গড়েছেন মিলু

একটা সময় ছিলেন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী সংগঠন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে পর্যদুস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। জড়িয়ে পড়েন চোরা কারবারে। আর আলাদিনের চেরাগ পেয়ে যান আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এসে। বনে যান আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। এখন তিনি কয়েক শত কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী। এলাকাবাসীর মতে নামে ও বেনামে এসব সম্পদ করেছেন তিনি।

গল্পটি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের স্বাধীনতা বিরোধী ও তালিকাভুক্ত রাজাকার আমিনুল ইসলামের পুত্র আমাম হোসেন মিলুর। তিনি মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান। এর আগে তিনি মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন।

গণঅভ্যুত্থানের পরও বিগত ১৬ বছরে প্রদর্শন করা দৌর্দাণ্ড দাপটের বিন্দুমাত্র কমেনি তার পরিবারের সদস্যদের।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতন পরবর্তী সময়ে একাধিক মামলার এজহারভূক্ত আসামি হলেও মিলুকে আটক করতে তার বাড়িতে এখন পর্যন্ত পুলিশ বা যৌথ বাহিনীর কোন সদস্য পদার্পণ করেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ মিলুর আত্মীয়দের মধ্যে জেলা বিএনপি’র কয়েকজন প্রভাবশালী নেতাকর্মী থাকাতে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরেও তার ক্ষমতার কোনো ঘাটতি ঘটেনি। মিলুর ছোট ভাই শিলুর বেয়াই রতনপুর গ্রামের পলাশ স্থানীয় বিএনপি’র একজন প্রভাবশালী নেতা। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বিএনপি কর্মী ও তার সাবেক ব্যবসায়িক পার্টনার টুলু বিশ্বাস সহ আরো কয়েকজন প্রভাবশালী বিএনপি নেতাকর্মীর ছত্রছায়ায় থেকে এখনো ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, কোর্টে বিভিন্ন মামলা হলেও সেগুলো এখনো এফআইআর ভুক্ত হয়নি। আর মুজিবনগর থানাতে আমাম হোসেন মিলু বা তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কেউ কোন মামলা করেনি। এজন্যই তাকে গ্রেফতারের কোন অভিযান চালানো হয়নি।

গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের শাসন আমলে ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষ সহ